শুনানি না হওয়া পযর্ন্ত বন্ধ থাকছে সময় টিভি

শুনানি না হওয়া পযর্ন্ত বন্ধ থাকছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল সময় টিভির সম্প্রচার। এর আগে ৭ দিনের জন্য বন্ধের আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদনের শুনানির জন্য আগামী রোববার দিন ধার্য করেছেন চেম্বার আদালত। ওই দিন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি হবে।

গত সোমবার (১৯ আগস্ট) রাত ১২টার পর বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল সময় টিভির সম্প্রচার বন্ধ করা হয়।

গত সোমবার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ সময় টিভির সম্প্রচার সাত দিনের জন্য বন্ধের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশকে গুলি চালাতে বলেছিলেন সময় টিভির এক ক্যামেরা পারসন। পরে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোবায়ের রহমানের পদত্যাগসহ টিভি কর্তৃপক্ষকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী এবং প্রতিষ্ঠানটির সাবেক ও বর্তমান সাংবাদিকরা। এর ধারাবাহিকতায় এ সংক্রান্ত রিটের আদেশে হাইকোর্ট সময় টিভির সম্প্রচার সাত দিনের জন্য বন্ধ রাখার আদেশ দেন।

সূত্র: কালবেলা

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপে হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সে হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

দেশের শীর্ষ স্থানীয় মিডিয়া হাউজ ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সে হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) বেলা ১২টার দিকে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও কালের কণ্ঠের ঝিনাইদহ সংবাদদাতা অরিত্র কুণ্ডুর সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপপু, বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সমন্বয়ক শারমিন সুলতানা, জেলা রিপোর্টাস ইউনিটির সভাপতি এম এ কবির, সাংবাদিক নেতা স্বপন মাহমুদসহ ঝিনাইদহের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে বক্তারা ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপে হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে জেলা জামাতের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল

আমীন।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবে থানা জামায়াতের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল আমীন বলেন, ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে স্বোরশাসনের পতনের মাধ্যমে এ দেশে বিপ্লবী ছাত্র সমাজ, বঞ্চিত ও পেশাজীবি মানুষ আরো একবার স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহন করেছে। দেশে গণতন্ত্রের নামে একদলীয় শাসন শুরু হয়েছিলো আজ থেকে ১৬ বছর আগে। দেশের সকল সেক্টরে ছিলো দলীয় করণ। অফিসগুলোতে সুদ-ঘুষ বানিজ্য ছিলো এ দেশের প্রতিদিনের নৈমিত্তিক চিত্র। সাধারণ মানুষ এ সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখতে পারেনি সত্য, কিন্তু তাদের দীর্ঘশ্বাস ৫ আগষ্ট নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলো। তাই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ভিষন মানুষের কল্যান সাধন করা, দেশ পরিচালনা সৎ ও যোগ্য মানুষ তৈরী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ সভার সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা জামায়েতর আমীর রেজাউল করিম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এ্যাড. আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারি এ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল, সহ সেক্রেটারী, সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা থানা সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমীর আজিজুল হক, সাবেক সেক্রেটারি গোলজার হোসেন প্রমুখ।

এ সময় দর্শনা প্রেসক্লাবে সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী,সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, হানিফ মন্ডল, সহ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাহমুদ হাসান রনি, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, আওয়াল হোসেন, এফএ আলমগীর, মনিরুজ্জামান সুমন, আহসান হাবিব মামুন, মাসুম বিল্লাহ, আব্দুর রহমান, ইমতিয়াজ রয়েল, শ্রী সুকমল চন্দ্র দাস বাঁধন, ফরহাদ হোসেন, আবিদ হাসান রিফাত,দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ সহ সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমীন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এ্যাড. আসাদুজ্জামানসহ কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেনের সাথে কেরু অতিথি ভবনে এক মতবিনিময় করেন, তারপর দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার সাথে ও দর্শনা পুরাতন বাজার মন্দির কমিটির সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণসহ দু’দফা দাবীতে সংবাদকর্মী মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণের দাবী জানিয়েছে জেলা সাধারণ সাংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল রবিবার দুপুর ৩টায় জেলার সাধারণ সংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা দু’দফা দাবী জানিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে সমবেত হয়।

এসময় তারা প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক প্রভাব সম্পৃক্তকরণ ও সাধারণ সংবাদকর্মীদের অধিকার হরণের প্রতিবাদ জানিয়ে দু’দফা দাবি পেশ করেন। এ দাবীতে তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন প্রাব বিস্তার করে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবকে কুক্ষিগত করার পায়তারায়, যোগ্যদের প্রেসক্লাবে অর্ন্তভূক্তকরণ করা হয়নি। তাদেরকে অর্ন্তভূক্ত করে, বর্তমান কার্য নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে হবে।

আন্দোলনকারী গণমাধ্যমকর্মীদের পক্ষে জানানো হয়, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সর্বশেষ নির্বাচনের পর নির্বাচিত কমিটি ক্লাবের সদস্য ব্যতীত সকল গণমাধ্যমকর্মীদের ক্লাবে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব জেলার সাধারণ সাংবাদিকদের অধিকার হরণ করে স্বার্থান্বেষীভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো। প্রকৃত সাংবাদিকদের বাইরে রেখে দলীয় প্রভাবের মাধ্যমে ক্লাবকে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। সরাসরি রাজনীতি করে ও দলীয় সমর্থনে নির্বাচিত পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামরুজ্জামান চাঁদ প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির পদে রয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল হাশেম ও মুহাম্মদ আতিয়ার রহমান এবং একই প্রতিষ্ঠানের শারীরিক প্রশিক্ষক ইসলাম রকিব সরকারি চাকরী ও এমপিওভুক্ত চাকরী করেও এ ক্লাবের নির্বাহী পদে আছেন। শুধু তাই নয়, ক্লাবের গঠনতন্ত্র না মেনে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বছরের পর বছর যোগ্য সংবাদকর্মীদের সদস্য পদ দেয়া থেকেও বিরত রয়েছে প্রভাবশালী কয়েকজন। ক্লাবের গঠনতন্ত্রে স্থানীয় গণমাধ্যমের

আন্দোলনে দেখা যায়, চুয়াডাঙ্গার গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে সাংবাদিক হুসাইন মালিক, মাহফুজ মামুন, সুস্থির আজাদ, আহসান আলম, সাঈফ জাহান, মেহেরাব্বিন সানভী, আলমগীর হোসেন, আজাদুল ইসলাম আজাদ, এফ.এ.আলমগীর, রুদ্র রাসেল, বজলুল আলম জীবন, সাইফুল ইসলাম, সাকিবুর রহমান সাকিব, সাকিব আল হাসানসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের কমিটি বিলুপ্ত আহবায়ক কমিটি গঠন

দীর্ঘ ১৬ বছর পর অসাংবাদিক এর হাত থেকে মুক্তি পেল দামুড়হুদা প্রেসক্লাব। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। সেই সাথে নতুন ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এক জরুরী মিটিং এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী ভার্চুয়ালী কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এবিষয়ে প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসক্লাবের কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

এসময় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে উপস্থিত সকল সদস্যের সর্ব সম্মতি ক্রমে সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ কে আহবায়ক, মিরাজুল ইসলাম মিরাজ কে যুগ্ম আহবায়ক ও তানজির ফয়সাল কে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। আহবায়ক কমিটির সদস্যরা হলেন, হাফিজুর রহমান কাজল, হাবিবুর রহমান, তাসির আহাম্মেদ, মোজাম্মেল শিশির, শাহাজামাল বাবু, আরিফুল ইসলাম মিলন, জাহাঙ্গীর আলম মানিক ও রকিবুল হাসান তোতা। সভায় আগামী ৩ মাসের মধ্যে পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে বলে জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মেহেরপুরের ২২টি অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা ও ফেসবুক পেজ বন্ধের সুপারিশ

মেহেরপুরের ২২টি অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা ও তাদের ফেসবুক পেজ বন্ধ করার সুপারিশ করেছে জেলা তথ্য অফিস।

আজ বুধবার বিকালে মুঠোফোনে মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

তথ্য কর্মকর্তা বলেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে আন্ত:মন্ত্রণালয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোকে জবাবদিহীতের মধ্যে নিয়ে আনার লক্ষে মেহেরপুর জেলার নিবন্ধিত, অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেলের একটি প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। সে তদন্তের আলোকে প্রাথমিকভাবে ২২টি অনিবন্ধিত পত্রিকা, ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করার সুপারিশ করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

তথ্য কর্মকর্তা বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন শুধুমাত্র জেলা অথরাইজড অনলাইন নিউজ পোর্টাল। এ ছাড়া আর কোন অথরাইজড অনলাইন পোর্টাল মেহেরপুর জেলাতে নেই।

তিনি বলেন, ইদানিং ফেসবুকে পেজ খুলে সাংবাদিক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। অনিন্ধিতি পত্রিকাগুলোও সাংবাদিক নিয়োগ দিচ্ছে যা অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালার ব্যত্যয়। আমরা পর্যায়ক্রমে সেগুলোরে বন্ধ করার সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাবো।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুর জেলার মিডিয়া ভুক্ত দৈনিক এবং জেলার একমাত্র নিবিন্ধত অনলাইন পত্রিকা। ইদানিং সাংবাদিকতার কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও মেহেরপুরে ব্যঙের ছাতার মত অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা, পত্রিকার নামে ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে ছেয়ে গেছে। যেগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রিন্ট ও অনলাইন থেকে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করতে হবে। কারণ মানুষ এখন ডিজিটাল যুগ পার করে স্মার্ট যুগে অবস্থান করছে। কালেরধারায় বদলেছে সাংবাদিকতা। তবে এখনো প্রিন্ট পত্রিকার কদর উবে যায়নি। এটাকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করতে হবে। এটাতে বঅর্থ হলে সংবাদপত্রের জগতে আমরা পিছিয়ে যাবো।

এই যুগে দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মোবাইল সাংবাদিকতা। স্মার্ট যুগের মানুষ খবরের সাথে সাথে দেখতে চাচ্ছেন স্থিরচিত্র ও ভিডিওচিত্র। পাঠকদের চাহিদা বিবেচনা নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবারকে এগিয়ে যেতে হবে ডিজিটাইলেজের যুগে। এসব কথা তুলে ধরেন দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের এই সময়ের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত প্রতিনিধিবৃন্দ।

গতকাল সোমবার (২৯ জুলাই) পত্রিকার হলরুমে পত্রিকায় কর্মরত প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী কর্মশালা।

এ সময় বক্তব্য দেন মেহেরপুর প্রতিদিনের আইটি বিষয়ক উপদেষ্টা মুন্সি জাহাঙ্গীর জিন্নাত, বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, গাংনী প্রতিনিধি আকতারুজ্জামান, মুজিবনগর প্রতিনিধি শের খান, স্টাফ রিপোর্টার সরোয়ার হোসেন ডালিম, সাকিব হাসান রুদ্র, কামরুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, আবু রায়হান নিরব, বারাদি প্রতিনিধি এস আই বাবু, কাথুলী প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি শাহানুর আলম, আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি তানভির সোহেল, চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি সাকিব বিশ্বাস, দর্শনা প্রতিনিধি আহসান মামুন, দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল ইসলাম তোতা, উপস্থাপক ইয়ামিন হাসান, কোটচাঁদপুর প্রতিনিধি মইন উদ্দিন। সম্মেলনে মেহেরপুর সহ বৃহত্তর কুষ্টিয়ার চার জেলার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনে পত্রিকার সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন এখন শুধু একটি জেলা নয়, এটি দক্ষিণ

পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলার পাঠকপ্রিয় পত্রিকা। মাত্র ৭ বছরে পত্রিকাটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। পত্রিকার এই অবস্থানের জন্য শুধু আমরা একা কাজ করিনি। প্রতিটি প্রতিনিধির নিরলস পরিশ্রমের ফসল। শুধু প্রিন্ট ভার্সনই নয়, অনলাইন ভার্সনেও রয়েছে অসংখ্য পাঠক। শুধু জেলায় নয়, বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছেন নতুন নতুন পাঠক। তাই সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা এখন ডিজিটাল যুগে যেতে চাই। অগনিত পাঠক খবরের চাহিদা আমরা পুরণ করতে চাই। এজন্য পত্রিকার সাথে জড়িত সকল প্রতিনিধিদের এক সাথে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সবাইকে প্রতিদিন অন্তত একটি বা দুটি করে ডিজিটাল কনটেন্ট দেওয়ার আহবান জানান।

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, প্রিন্ট পত্রিকার চাহিদা সমাজ থেকে এখনো যায়নি। তাই ডিজিটাল যুগে পদার্পণ করলেও আমাদের প্রিন্ট ভার্সনকেও শক্তিশালী করে রাখতে হবে। কারণ, প্রিন্ট পত্রিকা ইতিহাসের দলিল বলা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমরা পত্রিকাটিকে সাত বছর বিভিন্ন চড়াই উত্তরাই, মামলা মোকদ্দমা ফেস করেই আজকে এখানে পৌছেছি। এই সাত বছরে পত্রিকার অর্জন আছে অনেক। আমরা কখনো দূর্ণীতি, অন্যায়, জুলম ও অনাচারের কাছে মাথা নত করিনি। আগামীতেও সাফল্য ধরে রাখতে পত্রিকা সেই ভূমিকা পালন করবে। এজন্য সকল প্রতিনিধিকে তার পেশাদারিত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে।

আইটি প্রধান মুন্সি জাহাঙ্গীর জিন্নাত বলেন, ডিজিটাল প্লাটফরমকে দাঁড় করাতে হলে সবার আগে খবর ও ভিডিওচিত্র ও তথ্যচিত্র দিতে হবে। তবে, প্রতিটি ভিডিওচিত্র যেনো নিজস্ব হয়। এছাড়া জনপ্রিয় করতে এবং পাঠকের দারপ্রান্তে পৌছাতে বিভিন্ন কর্মপন্থাও তুলে ধরেন তিনি।

গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান বলেন, পত্রিকার প্রতিদিনের ঘটনাবলী নিয়ে সংবাদ তৈরির পাশাপাশি ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করতে আমাদের লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে হবে। বিশেষ করে লোগো সম্বলিত বুম, কর্ডলেস ওয়ার্লেস, আইডি কার্ড, নিয়োগপত্র ও অন্যান্য সাপোর্টের দাবি দাওয়া তুলে ধরেন তিনি। এজন্য পত্রিকার সম্পাদকসহ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মিডিয়ায় তিন দশক “এনালগ থেকে স্মার্ট যুগে”

সময়ের নিরন্তর প্রবাহে থামতে হয় কখনো প্রয়োজনে, কখনো অপ্রয়োজনে। এরই মাঝে ঘটে যায় বহু ঘটনা। যা রয়ে যায় স্মৃতি হয়ে। সেই স্মৃতি ধরে রাখতে হয় জীবনের প্রয়োজনে। না হলে জীবনটা হয়ে ওঠে নিরানন্দময়। প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হুমায়ন আহমেদ বলেছেন “জীবনে কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে যার উত্তর কখনো মিলেনা, কিছু কিছু ভুল থাকে যা শোধরানো যায়না, আর কিছু কিছু কষ্ট থাকে যা, কাউকে বলা যায়না”।

কথাগুলো এজন্যই বললাম আমাদের ঘটে যাওয়া স্মৃতিগুলো আর জীবনের কষ্টগুলো প্রতিনিয়তই আমাদের হাসায়-কাঁদায়।
আমি ৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অনেকটা শখের বসেই এসেছিলাম সংবাদপত্রের জগতে। কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক শিকল পত্রিকা দিয়ে শুরু হয় এই জগতে পদার্পণ। এখন অনেক অনুজ সাংবাদিক ডেকে থাকেন সিনিয়র বলে। অর্থাত, বয়স যে বেড়েছে সেটা বুঝতে আর বাকি নেই। যাইহোক, আজকের লেখার বিষয়টি একেবারেই নিজেকে নিয়ে। দেখতে দেখতে প্রায় তিন দশক পূর্ণ হতে চলেছে আমার সাংবাদিকতা। এটা আমার কাছে ছোট্ট সময় মনে হলেও এই সময়ের মধ্যে পার হয়েছে বেশ কয়েকটি সরকার। পরিবর্তন হয়েছে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা। আমরা এনালগ যুগে আমাদের সাংবাদিকতা শুরু করলেও ডিজিটাল যুগ পার করে এখন অবস্থান করছি স্মার্ট যুগে। আসলে এখন কালেরধারায় বদলেছে আমাদের সাংবাদিকতা। এক সময়ের প্রিন্টের পত্রিকার কদর উবে গিয়ে এখন দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মোবাইল সাংবাদিকতা। বাঁশি খবর নয়, স্মার্ট যুগের মানুষের রুচি পাল্টেছে একেবারেই আনকোরা খবরের। তারা ঘটনার সাথে সাথে দেখতে চাচ্ছে ভিডিও এবং স্থিরচিত্র।

অনেকের মনে আছে জাপানের ইয়াসিকা ক্যামেরা আর সনি ব্রান্ডের টেপরেকর্ডারে কথা। ওই সময়ে এইগুলো থাকা মানে সে ছিল স্মার্ট সাংবাদিক। সময়ের কারণে ওগুলো এখন ইতিহাস।

একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন মানেই একজন স্মার্ট সাংবাদিক। তবে, এটাকে নেগেটিভভাবে দেখারও কিছু নেই। এটা যুগের পরিবর্তন। সবকিছু বদলে যাবে, নতুনরা আসবে এই জায়গাগুলো পুরণ করতে। তবে, মোবাইল সাংবাদিকতা দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও আমি কিছুটা শংকিত। আমার

কাছে কেনো যেনে মনে হচ্ছে এর একটা বিরুপ প্রতিক্রিয়াও তৈরী হচ্ছে পাঠক সমাজে। কারণ, এই সাংবাদিকতা সমাজের ঘটে যাওয়া কিছু তথ্যচিত্র সমাজকে বিভ্রান্তও করছে। অথচ, অকেগুলো বিষয় মাথায় রাখা উচিৎ একজন সাংবাদিককে। একজন সাংবাদিককে খাটি দেশপ্রেমিক হওয়া উচিৎ। দেশের ক্ষতিসাধিত হয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়, সংবাদকে কেন্দ্র করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, গুজব সৃষ্টি হয় এমন মিথ্যা তথ্য পরিবেশনসহ সংবেদনশীল বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরী। প্রকৃত অর্থেই জাতির বিবেকের দায়িত্ব পালন করতে হবে সাংবাদিকদের।

৯০‘র দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাংবাদিকতার একটা মোহে পড়েছিলাম আমি। মনে হয়েছিলো সমাজের সমস্ত অন্যায়, অপরাধ, অনিয়ম, দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব কলমের শাসনে। এছাড়া এলাকার উন্নয়নে শরিক হওয়ার পাশাপাশি সমাজের নির্যাতীত নীপিড়িত মানুষের পক্ষেও কথা বলা যায়। মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি সমাজের মানুষেকে মানবিক সেবা দান করা যায়।

৯০ র দশকের সেই শারীরীক সক্ষমতা এখন আর নেই। তবে অধ্যায়টা এখন আমার কাছে সোনালী স্মৃতি। আর এটাই আমার কাছে গর্ব।

আমরা এখন ডিজিটাল দেশে থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে অবস্থান করছি। আর এই স্মার্ট বাংলাদেশে এখন অনেক অনলাইন পোর্টাল, অনলাইন এসব নিউজ পোর্টালের সাথে যুক্ত হয়েছে মাল্টিমিডিয়া। দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা, ইউটিউব চ্যানেল, স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সাথে যুক্ত হয়েছে আইপি টিভি। এসব গণমাধ্যমে হাজার হাজার সংবাদকর্মী কাজ করছেন। সংবাদপত্র শিল্পে এখন অনেক মানুষের জীবন জীবিকার সংস্থানও হয়েছে।

কিন্তু সাংবাদিকতার মানদন্ড নীচে নামতে নামতে এখন এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, তা আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এসব নিউজ পোর্টালের বেশিরভাগ সাংবাদিকই অপ্রশিক্ষিত, সঠিক শিক্ষা সনদবিহিন, অপেশাদার ও ভিন্নপেশার লোক। বেশিরভাগ অনলাইন সাংবাদিকতার মান এখন অনেকটাই অরুচীকর, পেশাদারিত্বহীন।

মেইন স্ট্রিমের শতাধিক জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকা মূলধারায় অবিচল থাকলেও সারা দেশে হাজার হাজার অনিয়মিত পত্রিকা, নিবন্ধনহীন অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজ ইয়োলো জার্নালিজমকে স্থায়ী রুপ দিতে রিতিরকম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এসব অখ্যাত অনিয়মিত

না করতে পারলেও কার্ড বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা জন্ম দিচ্ছেন অর্ধ শিক্ষিত বা বিনাবেতনের অসংখ্য সাংবাদিক। ফলে সাংবাদিক পেশার মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে।

জীবননগরে সাংবাদিককে হত্যার হুমকি প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবখালী গ্রামের চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী রাজন সাংবাদিক জামাল হোসেনকে হত্যার হুমকি দেয়ার প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার সকালে জীবননগর শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছেন সাংবাদিকরা।

জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য ও ৭১ টিভি চ্যানেলের জেলা প্রতিনিধি এমএ মামুন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, মহেশপুর প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, সিনিয়র সদস্য আব্দুর রহিম,জীবননগর প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি নারায়ণ ভৌমিক, হাসাদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি মতিয়ার রহমান, উথলী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নয়ন আহমেদ, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মেম্বার জমির উদ্দিন, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির উপদেষ্টা সাংবাদিক সামসুল আলম, আতিয়ার রহমান, সদস্য নুর আলম, হাকিম আলী।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আর টিভি প্রতিনিধি এস এম সাফায়েত উল্লাহ, রিপন হোসেন, মোতাসিন বিল্লাহরাসেল হোসেন মুন্না, আল আমিন মোল্লা, বাংলা টিভির জেলা প্রতিনিধি মামুন মোল্যা, সম্রাট হোসেন, সুমি প্রধান প্রমুখ।